জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস উদযাপন ও জনপ্রশাসন পদক-২০১৭ অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, রবিবার, ০৮ শ্রাবণ ১৪২৪, ২৩ জুলাই ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,
পদকপ্রাপ্তগণ,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস ও জনপ্রশাসন পদক-২০১৭ প্রদান অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে -যাঁর নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি স্বাধীন-স্বার্বভৌম বাংলাদেশ। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাসহ মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লক্ষ নির্যাতিত মা-বোনকে। যাঁদের রক্ত এবং সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০৩ সাল থেকে প্রতি বছরের ২৩-এ জুন বিশ্বব্যাপী 'পাবলিক সার্ভিস ডে' পালিত হয়ে আসছে। সরকারি কর্মচারীদের ভালো কাজের স্বীকৃতি ও প্রণোদনা প্রদানের জন্য আমরা 'জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা, ২০১৫' প্রণয়ন করেছি।

২০১৬ সালের ২৩-এ জুলাই প্রথমবারের মত 'জনপ্রশাসন পদক' প্রদান করা হয়। জনপ্রশাসন পদক প্রদান করায় জনপ্রশাসনের কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণেই বাংলাদেশে ২৩-এ জুলাই কে 'জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

সিভিল সার্ভিসের উদ্দেশ্য জনসেবা। এ সার্ভিসের সদস্যগণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ পান। পর্যায়ক্রমে তাঁদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করে জনসেবায় অধিকতর ভূমিকা পালন করার জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলা হয়। সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং লব্ধ জ্ঞান দেশের কাজে প্রয়োগের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের মধ্যে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের প্রবণতাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা দেশ-বিদেশে এই সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছি। তবে খেয়াল রাখবেন, এ ডিগ্রি যেন ব্যক্তিগত অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। অর্জিত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা কীভাবে দেশের উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত করা যায়, সে বিষয়েও গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

প্রশিক্ষণ এবং পড়াশোনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ বণ্টন করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যেতে পারে। কর্মকর্তাদের পদায়নের সময় এ বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে।

প্রিয় সুধী,

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ২৩-বছরের নিরন্তর আন্দোলন-সংগ্রাম আর ৯-মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। জাতির পিতা স্বাধীনতার ডাক না দিলে আজও হয়ত আমাদের পরাধীনতার গ্লানি বহন করতে হত।

স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশকে নানামুখী সঙ্কট মোকাবিলা করতে হয়েছে। দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র, অপশাসন ও দুঃশাসন, দীর্ঘ সময় ধরে গণতন্ত্রহীনতা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, সন্ত্রাস, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করেছে। এ সকল প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে বাংলাদেশ আজ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে।

গত এক দশকে দারিদ্র্য-হ্রাস এবং সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। দেশে আজ মঙ্গা বা খাদ্যাভাব নেই। অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ সূচকে বাংলাদেশের সাফল্য অভাবনীয়। মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৬০২

মার্কিন ডলার। ২০০৫-০৬ অর্থবছর যা ছিল ৫৪৩ মার্কিন ডলার। দারিদ্র্যের হার ২০০৫-০৬ সালের ৪১.৫ শতাংশ থেকে কমে ২২ শতাংশ হয়েছে। গড় আয়ু ২০০৬ সালের ৬৫.৪ বছর হতে বেড়ে বর্তমানে ৭২ বছরে উন্নীত হয়েছে। পাশাপাশি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার হার বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসসহ অন্যান্য আর্থ-সামাজিক সূচকে আমাদের অবস্থান আরও সুদৃঢ় হয়েছে।

বর্তমান সরকার প্রজাতন্ত্রে কর্মরত সকল শ্রেণির গণকর্মচারীর অবসর গ্রহণের বয়স ৫৭ বছর থেকে ৫৯ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে। মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স বৃদ্ধি করে ৬০ বছর করা হয়েছে।

আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে নিয়মিতভাবে মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করে সরকারি কর্মচারিদের পদোন্নতি প্রদান করছি। এ ছাড়া সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ২০১৫ সালের পে-স্কেলে ১২২ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। গত ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

আমরা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় বাস্তবায়নে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছি। আমাদের সামনে এখন ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের চ্যালেঞ্জ। ইতোমধ্যে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

একটা সময় ছিল সরকারি চাকুরি মানে রুটিন কাজ সম্পন্ন করা। আমরা সে সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসেছি। আমরা এখন সরকারি পর্যায়ে উদ্ভাবন শক্তিকে কাজে লাগাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ২০১২ সাল থেকে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট নামে একটি আলাদা শাখা খোলা হয়েছে। এই ইউনিটের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করে সরকারি সেবা প্রদান পদ্ধতি সহজ করা। পাশাপাশি সরকারি কাজের জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

আপনাদের মনে রাখতে হবে বিশ্বায়ন এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের ফলে একদিকে মানুষের আচরণ এবং রুচিতে যেমন পরিবর্তন এসেছে, তেমনি মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক চিন্তাভাবনাসহ সবকিছু বদলে গেছে।

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এ পর্যন্ত ১৩১টি বিভিন্ন ধরণের উদ্ভাবন প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগে পাঠিয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৬৮টি প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ৬৩টি প্রস্তাব বাস্তবায়নাধীন আছে। এগুলো কিন্তু আপনাদেরই উদ্ভাবিত ধারণা।

আমরা লালফিতার দৌরাত্যের অবসান ঘটিয়ে সেবাসমূহকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে চাই। এর অংশ হিসেবেই ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, কমুনিটি ক্লিনিক, মোবাইল ব্যাঙ্কিং ইত্যাদি সেবা চালু করা হয়েছে।

সারাদেশে ৫ হাজার ২৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল সেন্টারে ১১৬ ধরণের সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। কৃষি কার্ড ও ফেয়ার পাইস কার্ডের মাধ্যমে কৃষি পণ্য এবং খাদ্যপণ্যের ন্যায্যমুল্য নিশ্চিত করা হয়েছে। মোবাইলের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা ও ডাক্তারি পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। এসএমএসের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি থেকে শুরু করে সকল পাবলিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ, কৃষি তথ্য প্রেরণ, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা, বিদেশ থেকে প্রবাসীদের অর্থ প্রেরণসহ অসংখ্য সুযোগ-সুবিধা দ্রুততম সময়ে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে।

সকল মন্ত্রণালয়ে ডিজিটাল নথি নম্বর ও ই-ফাইলিং চালু করা হয়েছে। জনগণের অধিকার রক্ষার্থে সকল দপ্তরে দ্বিতীয় প্রজন্মের সিটিজেন চার্টার প্রবর্তন করা হয়েছে। এর আওতায় মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যেক মন্ত্রণালয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করছে। সে চুক্তিতে কোন কোন বিষয়ে আগামী বছর ঐ মন্ত্রণালয় কাজ করবে তার বিবরণ থাকে এবং কার্যক্রমগুলো বছর শেষে মূল্যয়ন হবে।

প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ,

আপনারা সৌভাগ্যবান। সৌভাগ্যবান এ কারণে যে আপনারা একদিকে জীবিকা নির্বাহের নিশ্চিত ঠিকানা পেয়েছেন, অন্যদিকে মানুষের কল্যাণ সাধনের বিরল সুযোগ পেয়েছেন। এ সুযোগ সকলের হয় না। তাহলে কেন এই সুযোগকে নষ্ট করবেন? ব্যক্তি-স্বার্থের কাছে যেন জাতীয় স্বার্থ পরাভূত না হয়।

সুশাসনের মাধ্যমে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করাই আমাদের সরকারের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করা হয়েছে। দুর্নীতি করে কেউ পার পাবে না।

জাতির পিতা বাঙালি জাতিকে সোনার বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখছি। এ স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদের সকলকে নিরলস পরিশ্রম করতে হবে।

যে সব কর্মচারি এ বছর জনপ্রশাসন পদক পেলেন তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আশা করি, ভবিষ্যতে এ প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...